দৈনিক বাংলা

148

চৈত্র শেষ এবং কৃষি অনুষদ

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

প্রহর শেষ নয়। রাত দুপুর। আলোয় রাঙা নয়। আলোয় ঝলমল চৈত্র মাস নয়। চৈত্রের শেষ। সর্বনাশ। না, শুধু তাই নয়। অবাঞ্ছিত। অশোভন। নির্লজ্জ লালসার অসংযম।

এ ঘটনাই নাকি ঘটেছিল চৈত্র শেষের রাতে। নতুন বছরের প্রথম প্রহরে। একদল যুবক হামলা চালিয়েছিল ছাত্রী নিবাসের দোরগোড়ায়। উদ্দেশ্য অনুক্ত। শুধু ডাকাত নয়। একই ঘটনা ঘটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কি করে দুটো বিশ্ববিদ্যালয় চৈত্র শেষের রাতে এক দাঁড়িতে বাধা পড়ল। সে রহস্যও অনাবিষ্কৃত।

দেশবাসী হতচকিত। অভিভাবকেরা সন্ত্রস্ত। অসংখ্য অনুরোধ 'এ' নিয়ে লিখতে হবে। কিন্তু লেখার কি আছে? আমি বিস্মিত নই। কারণ শুরু হলে তো একটা শেষ থাকতে হবে। আমি বিস্মিত কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দুর্ভাবনায়। কিছু কিছু কড়া কড়া বিবৃতিতে, আমার জিজ্ঞাসা এতদিন কোথায় ছিলেন?

লিখেছি অনেক কিছু সম্পর্কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগডে নিয়ে দেশবাসী ছি ছি করেছে। তখন কিন্তু এই নেতাদের বিবৃতি দিতে দেখিনি। নিজেরা নেচেছেন বলে। না, সাগরেদদের ঠেকাতে পারেননি বলে। প্রতি বছর তুচ্ছ অজুহাত তুলে কতিপয় ছাত্র পরীক্ষা পিছিয়ে দেন। অসংখ্য গরীব ছাত্রকে বিপদে ফেলেন। তখন তো বিবৃতি দিতে দেখি না। প্রতিটি হলে দলওয়ারী ছাত্ররা বেআইনীভাবে সিট দখল করে আছেন। অছাত্রদের জায়গা দিচ্ছেন। ডাইনিং হলে পয়সা না দিয়ে খেতে চাচ্ছেন। কই, একটা বিবৃতিও কেউ দিচ্ছেন না। দল ভাঙার ভয়ে? তাহলে এ অভিযোগ সত্য নয় কি? অসংখ্য নিরীহ ছাত্র কাদের দাপটে হলে সিট পেয়েও পাচ্ছেন না বলতে পারেন? আমিত হলপ করে বলতে পারি প্রতিটি হলে বেআইনীভাবে সিট দখল করে ছাত্র আছে। অ-ছাত্র আছে। সাগরেদরা আছে। যদি নৈরাজ্য ঠেকাতে চান এখান থেকে শুরু করুন। বাছা বাছা কথার কড়া কড়া বিবৃতি দিয়ে লাভ নেই। সর্বত্র নৈরাজ্য রেখে নৈশ অভিযান ঠেকান যাবে না।

'র‍্যাগডে' নিয়েই বলি। সেদিন যে শেষ বর্ষের ছাত্রীটি রং মেখে দিনভর রাতভর নেচেছিলেন তাকেই বলি। চৈত্রের শেষ প্রহরে আপনাকে যদি কেউ খুঁজতে যায় অস্বাভাবিক হবে কি? প্রবেশপত্র তো অনেক আগেই দিয়ে রেখেছেন। এখন হাপুস নয়নে কেঁদে লাভ কি? র‍্যাগ ডের বিরুদ্ধে এমনিতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু যে কীর্তি আপনারা সেদিন করেছেন এর পর তো এই ঘটনাই ঘটবে। আপনাদের র‍্যাগডে বলে সকলকে জোর করে রং মাখাবেন। অপদস্থ করবেন। অশোভন আচরণ করবেন। আপনাদের সত্যিকারের চরিত্র জাহির করবেন। তারপর আমাদের নববর্ষে আমরা কিছু করব না? এ কেমন আবদার। আমরাও আপনাদেরই ভাই-বেরাদার। তবে একথা লিখতে গিয়ে আমি স্বিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। আমার লেখার লক্ষ্য সকলে নন। সকল ছাত্রছাত্রী নিশ্চয়ই নন। শুধু আমি তুখোড় খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যেই একথা বলতে চাই।

বন্ধুরা বলেন—এ নিয়ে হৈ চৈ করার কি আছে। আজকের এই ঘুণে ধরা সমাজে এতো ঘটবেই। বুর্জোয়া সোসাইটিতে এ ঘটনা অহরহ ঘটছে। ভেবেচিন্তে লাভ নেই। বন্ধুদের মন্তব্য শিরোধার্য। তবে তাদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বুর্জোয়া সোসাইটি অর্থ রাত দুপুরে মহিলা হলে হামলা নয়। বা বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া নয়। এর ভিন্ন দিকও আছে। এ সমাজেও মহৎ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মূল্যবোধের অবক্ষয় নয়। নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির আন্দোলনও এই সমাজে আছে।

সেই প্রেক্ষিতেই আজ যারা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে কথা বলছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। আমার আবেদন হচ্ছে কোন কিছু করতে হলে প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে। প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় হল থেকে জবরদখলকারীদের তাড়াতে হবে। তাড়াতে হবে অ-ছাত্রদের। বিশ্ববিদ্যালয়কে হলের সিট বন্টন ও ভর্তির দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে হবে। ডাইনিং হলে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পরীক্ষা পিছাবার আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। পারবেন কি এ কাজ করতে? পারবেন সেই রাতের হামলাকারীদের নাম প্রকাশ করতে? তারা নিশ্চয়ই আপনাদের অচেনা নয়। দেখি না সাহস কত?

এটুকু যদি না পারেন তাহলে দেয়াল ভরে লিখে, পয়সা দিয়ে পোস্টার প্যাম্পলেট ছাপিয়ে, 'আমার ভাই' 'তোমার ভাই' বলে হল সংসদগুলিতে নির্বাচিত হয়ে লাভ আছে কি! ছাত্রছাত্রীদের নিম্নতম নিরাপত্তাটুকু কি আপনারা দিতে পারেন না? তাহলে বাছা বাছা শব্দের বিবৃতি দিয়ে কি লাভ? কি বলেন শিক্ষক সমিতি? এতে আপনাদের ভূমিকাই বা কি?

কৃষি অনুষদ

এ ব্যাপারে কার কি ভূমিকা আমি জানি না। যদি কেউ বিরূপ হন তাহলে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি প্রসঙ্গত কৃষি অনুষদের আন্দোলনকারী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কিছু বলতে চাই। আমার শুধু একটি মাত্র জিজ্ঞাসা আপনাদের কাছে। আপনারা আপনাদের আন্দোলন করুন তাতে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু আপনারা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন কেন? আপনাদের আন্দোলনের জন্য আমাদের জীবন কেন প্রতি দিনই বিপন্ন হয়?

আপনাদের কারও আন্দোলন আমরা বিরোধিতা করছি না। আমরা চাই অখিলম্বে এর একটা সুরাহা হোক। শুধু আমাদের প্রশ্ন আপনাদের জন্য আমরা বিপর্যস্ত হব কেন? ঢাকায় আপনারা আন্দোলন করেছেন। এখন আর দূর পাল্লার বাস বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যায় না। বাস মালিক, ড্রাইভার ও যাত্রীরা ভীত সন্ত্রস্ত। আপনাদের আন্দোলনের জন্য আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

আপনারা বিজ্ঞান অনুষদের তিনটি বিভাগে ভর্তি হতে দিচ্ছেন না। অসংখ্য ছাত্র হন্যে হয়ে ঘুরছে। এই তিনটি বিভাগে ভর্তি বন্ধ থাকায় অন্য বিভাগে ভিড় বাড়ছে। মেধাবী ছাত্ররাও এবার সকলে ভর্তি হতে পারছেন না। এরপর পরীক্ষা নিয়ে সংকট দেখা দেবে। অনেক ছাত্রের বছর নষ্ট হবে।

কিন্তু এটা কি না করলেই নয়? এ তিনটি বিভাগের ছাত্র ভর্তি হলেই কি আপনাদের আন্দোলন ফুরিয়ে যাবে? আমি তো মনে করি আপনাদের আন্দোলন যৌক্তিক হলে সফল হবেই। সকলেই আপনাদের দাবী মেনে নেবে। সে প্রেক্ষিতে আমার আবেদন আপনারা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। এই তিনটি বিভাগে ছাত্রদের ভর্তি হতে দিন। বিপদগ্রস্ত অভিভাবকদের সাহায্য করুন। আমি বিশ্বাস করি এই তিনটি বিভাগে ভর্তি হতে দিলে কোনক্রমেই আপনাদের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

কৃষি কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পর্কেও আমার বক্তব্য আছে। জানি না আপনাদের এই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এতদিনে কি অবদান রেখেছে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে। জানি না আপনারা ডিগ্রি নিয়ে কতভাগ উৎপাদন বাড়িয়েছেন বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের। জানি না কতটুকু উপকার করেছেন আমাদের। শুধু সাধারণ মানুষ হয়ে অনুভব করছি যে আন্দোলন করতে গিয়ে আপনারাও আমাদের হয়রানি করছেন। আমি জানি না কোন বিবেচনায় আপনারা ময়মনসিংহে ট্রেন আটকে ছিলেন। কোন বিবেচনায় অসংখ্য মানুষকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আর কোন বিবেচনায় আবার সেই ট্রেন ছেড়ে দিলেন। আপনাদের কোন যুক্তিই সাধারণ যাত্রীদের কানে পৌঁছেনি। অথচ তাদেরই আপনারা সহানুভূতি চান। আমি স্বার্থহীন ভাবে বলতে চাই এভাবে সহানুভূতি পাওয়া যাবে না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে আপনাদের উভয় পক্ষের আচরণ দেখে আমার পুরান কাহিনীই মনে পড়ছে। ক'বছর আগে একদল লোক ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। তাতে নাকি সাধারণ মানুষের অসম্ভব(!) সুবিধে হবার কথা ছিল। আমার মনে হয়েছিল ভিন্ন কথা। আমি লিখেও ছিলাম। সে আন্দোলনকে আমার মনে হয়েছিল কারও কারও ভাইস চ্যান্সেলর বা অন্যান্য বড় বড় পদ দখলের আন্দোলন বলে। শেষ পর্যন্ত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয়নি। কিন্তু সে স্মৃতি আজও মুছে যায়নি।

তাই আজো যেন আমার সে কথাই মনে হচ্ছে। কৃষি, কৃষক বা উৎপাদনের কথা নয়। এ যেন দুপক্ষের স্বার্থের লড়াই। দুপক্ষেরই কৃষি-অন্ত প্রাণ। অথচ কেউ কাউকে সুযোগ দেবে না। মনে হচ্ছে একদলের কেউ কেউ যেন কৃষি অনুষদ করে বড় বড় পদ বাগাতে চায়। আবার অন্য দল যেন তাদের দীর্ঘদিনের সুযোগ সুবিধের ভাগ বসাবার দুর্ভাবনায় বিপর্যস্ত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ হলে বিদেশী বৃত্তি থেকে শুরু করে চাকরি-বাকরিতে অসুবিধে হবে নিশ্চয়ই। আমার কাছে যেন সে প্রশ্নই এখন মুখ্য মনে হচ্ছে। অন্য কোন প্রশ্ন এখন আর আমার অন্তত মনে হচ্ছে না।

আমি জানি আমার এ বক্তব্যে অনেকে নাখোশ হবেন। কিন্তু করার কিছুই নেই। আপনারা উভয় পক্ষই যে অবস্থার সৃষ্টি করছেন এবং প্রায় প্রতিদিনই আমাদের যেভাবে বিপর্যস্ত করছেন, তার পরে এর চেয়ে বেশী কিছু আর মনে হচ্ছে না। তাই আপনাদের কাছে শুধুমাত্র আমার করজোড়ে আবেদন যে আপনাদের এই আন্দোলন যেন আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে বিপর্যস্ত না করে।

প্রসঙ্গত আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি অনুরোধ জানাব। আপনারা এই ৭৫ মাইল দূরে বসে পরস্পর-বিরোধী কথা না বলে কি এক টেবিলে বসতে পারেন না? দু পক্ষেই অনেক বিদ্বান-বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন। আপনারা যদি এক টেবিলে বসতে না পারেন, যদি বেশুমার অসংলগ্ন উক্তি করেন তাহলে ছাত্রদের কাছ থেকে কি আশা করা যাবে? দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির কাছে আমার বিশেষ আবেদন যে অন্তত আপনারা উদ্যোগ নিয়ে কিছু একটা করেন। এ অবস্থা কিছুতে চলতে দেয়া যায় না।

—অনিকেত